যুগান্তর
তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

সিলেটে শিবিরের হামলায় ছাত্রদল নেতা নিহত

সিলেটে শিবিরের হামলায় (বাঁ থেকে) নিহত ছাত্রদল নেতা জুয়েল, আহত মাহবুব ও সুহিন-যুগান্তর

সিলেটে আল-হামরা মার্কেটে গুলিবর্ষণ ও হামলার পর উৎসুক জনতার ভিড় -যুগান্তর

● এমএম কলেজ বন্ধ ঘোষণা : জামায়াত নেতা[র] বাড়ি ও বিপণি বিতানে পাল্টা হামলা

সিলেট ব্যুরো

ছাত্রশিবিরের ক্যাডারদের হামলায় নগরীর মদন মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে[র] ছাত্রদল নেতা জুয়েল (২০) খুন হয়েছেন। তাকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা ক[রা] হয়। এ ঘটনার পর মদন মোহন কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা ক[রা] হয়েছে। ঘটনার জন্য ছাত্রদল ছাত্রশিবিরকে দায়ী করেছে। ঘটনার পরপরই শহরে[র] বিভিন্ন স্থানে হামলা-পাল্টাহামলার ঘটনা ঘটে। বেলা আড়াইটার দিকে বিক্ষুব্ধ ছাত্র[...]

সিলেটে : শেষ ১৫ কলা[ম]

সিলেটে : নেতা নিহত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হামলা চালায়। জামায়াত নে[তা] হাফিজ আবদুল হাই হারুনের বাসায়ও হামলা চালানো হয়। এসব ঘটনাকে ঘিরে ন[গরী] জুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে। থানা পুলিশ ছাড়াও বেশ্ত রিজার্ভ ফোর্স মোতা[য়েন] করা হয়েছে নগরীর অলিগলি পর্যন্ত। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নগরীর কলেজগুলো[তে] ছাত্র ভর্তি অব্যাহত রয়েছে। এসব ছাত্রছাত্রীকে নিজ নিজ ছাত্র সংগঠনে জড়া[তে] ক্ষমতাসীনদের ছাত্র সংগঠনগুলোই বেশি তৎপর। ছাত্রছাত্রীদের নিজ নিজ সংগঠনে[র] সদস্য করার লক্ষ্যে ভর্তি সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেয়া নিয়ে প্রতিটি কলেজে[ই] ছাত্রদল এবং ছাত্রশিবিরের মধ্যে মৃদু উত্তেজনা দেখা দিচ্ছে প্রতিদিন। গতকাল দুপু[রে] মদন মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজেও এ সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে ছাত্রদল [ও] ছাত্রশিবিরের মধ্যে মৃদু উত্তেজনা দেখা দেয়। এক পর্যায়ে ছাত্রদলের নেতাকর্মী[রা] ক্যাম্পাসে জড়ো হয়। এ সময় উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের এক পর্যায়ে ছাত্রদলের ওপ[র] ছাত্রশিবির ক্যাডাররা ধারালো অস্ত্র নিয়ে আকস্মিক হামলা চালায়। জবাবে ছাত্রদলে[র] পক্ষ থেকেও তখন ৮/১০ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। হামলা-পাল্টাহামলা শুরুর প[র] ছাত্রদল-শিবির ক্যাডার ছাড়াও শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীরা দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করে পালি[য়ে] যায়। এ সময় অনেকেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও কলেজের মানবিক দ্বিতীয় বর্ষে[র] ছাত্র জুয়েল ক্যাম্পাসে আটকা পড়ে যান। কুণ্ডলী আকারে ঘিরে রেখে রামদা ও চাইনি[জ] কুড়াল নিয়ে তাকে নির্মমভাবে কোপানো হয়। এক পর্যায়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফ[লে] চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার আগেই জুয়েল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তার বাড়ি নগরী[র] ১৪০ লোহার পাড়ায়। জুয়েল নিহত হওয়ার পাশাপাশি ধারালো অস্ত্রাঘাতে আরও ১[...] জন আহত হয়েছেন। তারা হচ্ছেন- সিলেট আইন কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি মাহবুবু[ল] হক চৌধুরী, মদন মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি নূরুল আমীন নূরুল, ছাত্রদল নেতা মাহবুবুর রহমান মাহবুব, রহমান মাহবুব ও সুহিনসহ আরও ছয়জন। অন্যদের নাম জানা যায়নি। গুরুতর আহতদের সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ক্যাম্পাসে ছুটে যায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জরুরিভিত্তিতে প্রায় পাঁচ প্লাটুন রিজার্ভ পুলিশ ছাড়াও নগরীতে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পর সাতজনকে গ্রেফতার করলেও চারজনকে ছেড়ে দেয়। এদিকে কলেজ অধ্যক্ষ মেজর আতাউর রহমান পীর অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছেন।

শহরে হামলা-ভাঙচুর : কলেজ ক্যাম্পাস শান্ত হওয়ার পরপরই মোটর সাইকেল আরোহী একদল ক্যাডার শহরের জিন্দাবাজারে আল-হামরা শপিং সেন্টারে দু'দফা হামলা চালায়। মার্কেটে হামলার সময় তারা ৪/৫ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। গুলিতে মনোরম এই মার্কেটের অগ্রভাগের সুদৃশ্য কাচ ভেঙে যায়। কলাপসিবল গেট, নিরাপত্তা প্রহরী ও ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ব্যবস্থা থাকা এ মার্কেটে কারা হামলা চালিয়েছে এ ব্যাপারে মার্কেটের খোদ ব্যবসায়ীরাও কিছু বলতে পারছেন না। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় দুর্বৃত্তদের ছবি ধরা পড়েছে কিনা তা জানতে চাইলে মার্কেটের নেতৃস্থানীয় ক'জন তা এড়িয়ে যান।

বেলা পৌনে ৩টার দিকে মহানগর জামায়াতের নায়েবে আমীর হাফিজ আবদুল হাই হারুনের বাসায় কতিপয় সশস্ত্র যুবক হামলা চালায়। হাফিজ হারুন এ সময় বাসায় ছিলেন না। জানা যায়, হারুনের পশ্চিম পীর মহল্লার ঐকতান ৭ নম্বর বাসায় চারটি মোটর সাইকেলযোগে ৮/১০ জন সশস্ত্র যুবক হামলা চালায়। তারা বাসার দরজা-জানালা ও ড্রয়িংরুমের আসবাবপত্র ভাংচুর করে এবং ২ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। বিকাল সোয়া ৩টায় সিলেটের এডিশনাল এসপি আবদুল মান্নান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনার পরপরই মদন মোহন কলেজ ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ সাতজনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের এক ঘণ্টা পর সবুজ তালুকদার, আমিনুল কুদ্দুস শিকদার, আবদুস সালাম এমদাদ ও নয়ন নামের চার ছাত্রদল কর্মীকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। গ্রেফতারকৃত অপর তিনজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

লাশ নিয়ে মিছিল : ছাত্রদল নেতা জুয়েলের লাশের ময়না তদন্ত শেষে গতকাল রাতে ছাত্রদল শোক মিছিল করেছে। তারা লাশ নিয়ে মেডিকেল এলাকা থেকে চৌহাট্টা হয়ে অম্বরখানার লোহারপাড়ার বাসভবনে যায়। শোক মিছিলে জেলা বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হক চৌধুরী, শহর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাসিম হোসেইন, হাবিবুর রহমান, সৈয়দ মঈনউদ্দিন সোহেল, ছাত্রদল নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী মিজান, এমরান আহমদ চৌধুরী, জিয়াউল গনি আরেফিন জিল্লুর, নজীবুর রহমান নজীব, আজমল বখত সাদেক, ওমর আশরাফ ইমন, হিসাম আহমদ, মাহবুব কাদির শাহী ও খালেদ আহমদ।

ছাত্রদলের নিন্দা

শিবির ক্যাডারদের দফায় দফায় হামলা ও জুয়েল হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নিন্দা, ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন সিলেটের ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ। গতকাল তারা যুগান্তরকে জানান, ছাত্রশিবির পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। নগরীতে শিবির ক্যাডারদের প্রকাশ্য অস্ত্র মহড়াকে দুঃখজনক অভিহিত করে নেতৃবৃন্দ বলেন, অতীতেও তারা এরকম হত্যাকাণ্ড ও হামলা চালিয়েছে। তাদের হামলায় ছাত্রদলের কর্মীরা নির্মমভাবে খুন হচ্ছে। তারা নির্মমভাবে ছাত্রদলের কর্মীকে খুন করে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ উত্তপ্ত করে তুলেছে। পৃথক বিবৃতিদাতারা হচ্ছেন- ছাত্রদল নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী মিজান, জিয়াউল গনি আরেফিন জিল্লুর, এমরান আহমদ চৌধুরী, নজীবুর রহমান নজীব, আজমল বখত সাদেক, ওমর আশরাফ ইমন, মাহবুব কাদির শাহী। আরও বিবৃতি দিয়েছেন জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি কামরুল হাসান শাহীন ও সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক আবদুল কাদির সমতু।

এদিকে মদন মোহন কলেজ ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডারদের সশস্ত্র সংঘর্ষের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর চৌধুরী খুনের ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন। এছাড়া তিনি কলেজের শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অস্ত্রবাজ ক্যাডারদের ক্যাম্পাসে প্রতিরোধের আহ্বান জানান।

শিবিরের বক্তব্য

ইসলামী ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কলেজে ছাত্রদলের কর্মিসভা চলাকালে কলেজ ছাত্রদল নেতা নূরুল আমীনের সঙ্গে শিবির কলেজ শাখার সাবেক সভাপতি আলাউর রহমান আলার কথা কাটাকাটি হয়। এ সময় ছাত্রশিবির নেতা আহত হন। এক পর্যায়ে ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে জুয়েল নিহত হন।

সিলেট মহানগরী জামায়াতের আমীর ডা. শফিকুর রহমান, নায়েবে আমীর হাফিজ আবদুল হাই হারুন, সেক্রেটারি এহসানুল মাহবুব জুবায়ের ছাত্রদল নেতা জুয়েল নিহত হওয়ার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়ে পাঠানটুলায় ছাত্রশিবির কর্মী মাহবুব গুলিবিদ্ধ হওয়া, আল-হামরা মার্কেটে হামলা, জামায়াত নেতা আবদুল হাই হারুনের বাসায় হামলা ও অন্যান্য স্থানে হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।